আচার অনাচার

শুজা রশীদ

গ্রীষ্ম কিভাবে যে পেরিয়ে গেলো টেরই পেলাম না। এলো আর গেলো। আবার ওন্টারিওর শীতকালের প্রকোপে প্রাণ এবং মন দুটিরই সঙ্গিন অবস্থা। গত কয়েকটা বছরের অপেক্ষাকৃত মৃদু শীতের প্রতিশোধ নিতেই যেন এবার শীত একেবারে তীক্ষ্ণ দাঁত, নখ সব বের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের উপর। মাইনাস ত্রিশ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাই যেন যথেষ্ট নয়, তার উপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত রয়েছে উইন্ড চিল। মাইনাস চল্লিশ অনুভব করাও টরন্টোতে স্বাভাবিক হয়ে গেছে এই বছর। যাইহোক, রৌদ্রের উষ্মতা এবং দীর্ঘতা কমে যাবার ফলে বৈকালিক চায়ের পর্বটা ইদানিং আর বাগানে গিয়ে সারার কোন উপায়ই থাকে না। অফিস থেকে ফিরতে ফিরতেই চারদিক ঘন আঁধারে ছেয়ে যায়। সারা দিনের হাজারো সমস্যার শেষে মিয়া বিবিতে পাশাপাশি বসে একটু স্বঃস্তিতে চা-কফি পান করাটা আমাদের পারিবারিক প্রথা। টেলিভিশন চলে, কথাবার্তা অল্প স্বল্প হয়। মন্দ নয়। শান্তিময় পরিবেশ।

এক সন্ধ্যায় আমাদের শান্তিময় চা-কফি পর্বে আচমকা ঝড়ো হাওয়া বইলো। এই শর্মার কোন অপরাধ নেই। লতা নিজেই আনমনে তার চায়ের কাপে দুই চুমুক দিয়ে একটু উষ্মতা নিয়েই বলল, "এইসব গে-লেসবিয়ান নিয়ে এরা যে এতো নাচানাচি করে এটা একেবারেই ঠিক না। যারা নয় তাদেরকেও আগ্রহী করে ফেলে। সব কিছু নিয়েই এদের বাড়াবাড়ি।"

কফির কাপে লম্বা এক চুমুক দিয়ে কৌতুহলী হয়ে বল্লাম,"নাচা নাচি করার কি দেখলে?"

"এই যে সারাক্ষন শুধু ঐ সব নিয়েই আলাপ আলোচনা হচ্ছে। বাচ্চাদের স্কুলে এখন আবার এইসব নিয়ে খোলামেলা আলাপ করা শুরু করেছে। গ্রেড টু থ্রির বাচ্চারা এসবের কি বোঝে? এইসব ওদের ক্লাশে বলার দরকারটা কি?"

বুঝলাম বিরক্তির কারন কি। আমাদের ঘনিষ্ট এক পারিবারিক আত্মীয়ের বড় মেয়েটি গ্রেড টুতে যাচ্ছে এবার। মেয়ের মা বয়েসে লতার অনেক ছোট, লতা আপা বলতে অজ্ঞান। সে নিশ্চয় ফোন করে লতার সাথে এইসব নিয়ে আলাপ করেছে। রক্ষনশীল নানান ধর্মের এবং বর্নের পরিবারগুলির মত আমরা এখনও সমানে চেষ্টা করে চলেছি আমাদের সন্তানদেরকে অযাচিত বিষয়বস্তু গুলো থেকে যতখানি সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখার। আমাদের বাচ্চারা যখন ছোট ছিল আমরাও একই সমস্যার মধ্য দিয়ে গেছি। মনে আছে ছেলে গ্রেড সিক্সে থাকতে নর-নারীর শারীরিক রহস্য ফাঁস করবার প্রসংগ উঠতে গৃহিণীর হার্টফেল হতে যা বাকী ছিলো। আমার মতামত বরাবরই ভিন্ন। কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা না জানা বা ভুল জানার চেয়ে সত্য জানাই ভালো, তাতে সমস্যা কম হয়। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে রাজী করাতে হয়েছিলো। শিক্ষা শেষ হবার দু দিন পর ছেলে কৌতুহলী হয়ে জানতে চেয়েছিল,"আম্মু, পিরিয়ড কি? টিচারের কথা আমি ঠিক মত বুঝতে পারিনি।"

মায়ের মুখ রক্তশুন্য হয়ে যেতে দেখে হাল ধরএছিলাম। "এটা মেয়েদের জন্য একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। তাদের ডিম্বাশয়ে যে ডিম থাকে একটা বিশেষ সময়ের পর সেগুলো বেরিয়ে যায়।"

ছেলে কি বুঝেছিল কে জানে কিন্তু তারপর শরীর বিদ্যায় তার আর কখন কোন কৌতুহল নজরে পড়ে নি। আমাদের মেয়ে বরাবরই সাদা সিধা। কিন্তু তাকে নিয়েও কোন উটকো সমস্যা হয় নি। নিরাপদেই এই পর্ব সারা গিয়েছিল।

"কি বলেছে?" নিরীহ কন্ঠে জানতে চাই।

"যা বলার তাই বলেছে।" লতার কন্ঠে পরিষ্কার তিক্ততা। "ঐসব নাকি স্বাভাবিক। তাদেরকে খারাপ কথা বলা কিংবা কোনভাবে ছোট করা ঠিক নয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই নাকি আছে যারা গে, লেসবিয়ান, বাই সেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডার। বুঝলাম ছেলেমেয়েরা যাতে bullied না হয় সে জন্যে এসবের কিছুটা দরকার আছে। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে যদি বলা হয় এই জাতীয় জীবন যাপন করা স্বাভাবিক তাহলে ওরাও তো সেই রকমই হতে চাইবে। ওদের মাথার মধ্যে এসব ঢোকানোর তো দরকার নেই। Bully বন্ধ করতে হলে ঢালাওভাবে, সবার জন্য বন্ধ করতে হবে। শুধু গে লেসবিয়ানদের কথা বলবার দরকারটা কি?"

আমার পরম শত্রুও বলবে না যে আমি যথাযথ লড়াই না করে কখন কোন কথা মেনে নিয়েছি, ঠিক হোক আর বেঠিক হোক। ওটা আমার স্বভাবে নেই। আমার নিজের মতামতও যদি অন্য কারো মুখে শুনি আমি বিপরীত যুক্তি দাঁড় করিয়ে তুমুল তর্কাতর্কি বাঁধিয়ে দিয়ে থাকি। একমত হবার পর যদি আমার প্রতিক্রিয়া ওই জাতীয় হয়ে থাকে তাহলে দ্বিমত হলে আলাপ কেমন কড়া হয়ে উঠতে পারে সহজেই বোধগম্য।

"কিন্তু আসলেই তো ওরা সাংঘাতিক bullied হয়। বাচ্চাদেরকে যদি ছোটবেলা থেকেই এই জাতীয় শিক্ষা দেয়া না হয় তাহলে তো বড় হয়ে ওরাই হয়তো সমকামীদেরকে খারাপ চোখে দেখবে, নানা ভাবে উতপীড়ন করবে। এর মধ্যে তো আমি অন্যায় কিছু দেখছি না।"

"তা দেখবে কেন? ওরা ছোট। ওদেরকে যা শেখাবে ওরা তাই শিখবে। গে-লেসবিয়ান- বাইসেক্সুয়াল হওয়াটা যে স্বাভাবিক নয় সেটাও তো ওদেরকে শেখানো যায়। বলছি না এই দেশে সব কিছু খারাপ, কিন্তু যা খারাপ সেটাকে উৎসাহিত করার তো কোন মানে হয় না।"

"এটা স্বাভাবিক নয় তা কেন বলছো? তাদের জন্য তো এটাই স্বাভাবিক। কেউ তো নিজ ইচ্ছায় এরকম হয় না। তাদের শরীর এবং মন জন্মাবধি ঐরকম। তাছাড়া এটা তো আর আজকের ব্যাপার নয়। হাজার হাজার বছর ধরে এসব চলছে। এতোদিন সবাই লুকিয়ে রাখতো ভয়ে, আজকাল ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে। যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এখনও তারা মানবেতর জীবন যাপন করে।"

"করবেই তো। এটা হচ্ছে অস্বাভাবিক জীবনধারা। আচ্ছা বুঝলাম, হয়তো কারো কারো কিছু সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে এর চিকিৎসা নেই তাতো নয়। আমিই তো বাংলাদেশে অনেকের কথা শুনেছি যারা কম বয়েসে মাঝে মাঝে এসবের মধ্যে জড়িয়ে গেছে কিন্তু পরে ঠিকই স্বাভাবিকভাবে বিয়ে করেছে, ছেলে মেয়ে বৌ নিয়ে দিব্বি সংসার করছে।"

"তাহলে তোমার ধারনা এটা একটা অসুখ?" আমি নিরীহ কণ্ঠে বলি।

"অবশ্যই। চেষ্টা করলেই এসব থেকে দূরে সরে আসা যায়। আমার নিজের এক বান্ধবীকেই দেখেছি।" লতার মনে কোন সন্দেহ নেই।

নিজের বান্ধবীর কথা বলার অর্থই হচ্ছে তার যুক্তি অকাট্য এবং আমি যেন সেই যুক্তি খন্ডনের কোন অপচেষ্টা না করি। কিন্তু এমন একটা উক্তি নিশ্চুপে মেনে নিতে পারলাম না। সাহসে বুক ভরে বললাম, "দেখ এটা অসুখ নয়। এটা হচ্ছে তাদের শারীরিক এবং মানসিক ব্যাপার। ইচ্ছে করলেই সেটাকে পালটে ফেলা যায় না। একটা চার বছরের ছেলে যখন তার মাকে বলে 'মা, আমার মনে হয় আমি একটা মেয়ে। কেমন করে যেন একটা ছেলের শরীরে ঢুকে পড়েছি' তখন তুমি কি বলবে? সত্যি ঘটনা। রেডিওতে শুনেছি। ঐ বাচ্চাটাতো আর কারো কথা শুনে বানিয়ে বলে নি।"

"বানিয়ে বলেছে তা তো বলিনি। আমি বলছি এটা একটা কন্ডিশন, চেষ্টা করলে যার প্রভাব থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে থাকতে কত জনকেই তো দেখেছি যাদেরকে মনে হয়েছে একটু অন্যরকম। কিন্তু তাই বলে কি তারা ওলোট পালোট কিছু করেছে? সবাই তো সুন্দর বিয়ে টিয়ে করে ঘর সংসার করছে। করছে না?"

একটু চিন্তা করতে হল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। আমার নিজেরই তো কতজনকে দেখা। সবাই আমাদের সামাজিক রীতি মোতাবেক জীবন যাপন করছে। আসলেই তাদের জীবন স্বাভাবিক কিনা সেটা আমার জানা নেই। আদতেই কেউ জানে কিনা সন্দেহ আছে। আশংকাটুকুই প্রকাশ করলাম। "অন্য আরো দু দশজনের মত সংসার করছে বলেই যে তারা সুখে শান্তিতে আছে সেটা তুমি কি করে জানছো? সামাজিক চাপের মধ্যে পড়ে তাদের হৃদয় হয়তো যা চায় সেটা করবার সাহস তাদের হয় না। পশ্চিমীয় দুনিয়ার বাইরে সব খানেই তো তাদেরকে দেখা হয় খুবই খারাপ চোখে। বাংলাদেশেই তো কত জনকে হাঁটুরে মার খেতে দেখেছি এই কারনে। যাদেরকে আমরা হিজরা বলি, তাদের কথাই চিন্তা কর। এই দেশে তারা সব ধরনের কাজ কর্ম করছে, নিজেদের জন্য সুস্থ সুন্দর জীবন তৈরী করেছে। আর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তারা হচ্ছে চিড়িয়াখানার জন্তু।"

"ওদের কথা বাদ দাও। আমি তো ওদের কথা বলছি না। ওরা তো না মেয়ে না ছেলে।" লতা বিরক্ত কণ্ঠে বলল।

"এখানে ওদেরকে বলা হয় ট্রান্সজেন্ডার। জন্ম থেকেই এরকম। ওরা নিজেরা ইচ্ছে করে তেমনটা হয়নি।" আমি মোটেই বাদ দিতে রাজী নই।

লতা এক মুহূর্তের বিরতি নিয়ে বলল, "আচ্ছা, বুঝলাম ঐ বেচারীরা না হয় জন্মসূত্রে এই রকম হয়েছে। কেন কে জানে? কিন্তু যারা গে, লেসবিয়ান, বাই সেক্সুয়াল ওদের তো আর শারীরিক কোন সমস্যা নেই। পুরোটাই তো মানষিক। আর সেই জন্যেই বলছি এগুলো নিয়ে বেশী হৈ চৈ করে ওদেরকে উৎসাহিত করলে ওরা তো কখনই এসব থেকে বের হতে চাইবে না। চারদিকে তাকিয়ে দেখ। একটা অসুস্থ সমাজ তৈরি হচ্ছে। ছেলে-ছেলে মেয়ে-মেয়ে তে বিয়ে হচ্ছে, তারা আবার বাচ্চা কাচ্চা এডাপ্ট করছে। এই সবের পরিণতি মোটেই ভালো হবে না।"

"খারাপ যে কিছু হতে পারে না তাতো বলছি না, কিন্তু খারাপের চেয়ে ভালো যে বেশী হচ্ছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে, ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করবার চেয়ে অন্য সবার মত একই রকম সামাজিক অধিকার এবং স্বাধীনতা নিয়ে বসবাস করতে পারায় তারা আর সবার মত আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় কন্ট্রিবিউট করছে। এটাও ভুলে যেও না তাদের সংখ্যা কিন্তু অল্প নয়। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে কম করে হলেও মোট জন সংখ্যার পাঁচ থেকে দশ পার্সেন্ট এই গোত্রের মধ্যে পড়ে। এতগুলো মানুষকে চাপিয়ে রেখে কোন সমাজ কি এগিয়ে যেতে পারে?"

"ওরা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে জন সমর্থন পাবার জন্য। যখনই কারো মধ্যে এই জাতীয় প্রবনতা দেখা যায় তখনই তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কেন করা হয় না?"

"চিকিৎসা করতে হলে আগে তো প্রমান করতে হবে যে এটা একটা অসুখ। সেই প্রমান তো পাওয়া যায়নি। বরং যতই এসব নিয়ে গবেষনা হচ্ছে ততই আরো অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে। একটা সময় ছিলো যখন সবাই ভাবতো গে, লেসবিয়ানরা নিছক সখ করে কিংবা বৈচিত্রতার জন্য এসব করছে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন এই বিশেষ ব্যবহারের পেছনে বেশ কিছু কারন জড়িত। পরিবেশ, জিন, মায়ের পেটে হরমনের নিঃসরন এবং পরিশেষে মানুষের মস্তিষ্কের গঠন – এই সব কিছু মিলিয়েই ঠিক হয় কেউ সমকামী হবে নাকি স্ট্রেইট হবে।"

"বিজ্ঞানীরা সঠিক করে তো আর কিছু বলতে পারেনি। তারা খানিকটা আন্দাজ করছে। সমস্যা হচ্ছে এই সব তথ্য দিয়ে তারা অনেক ছেলে মেয়েদেরকে এই জাতীয় জীবনের দিকে হয়তো ঠেলেও দিচ্ছে।" লতা জোর কণ্ঠে বলল।

"কথাটা সত্য নয়। যে স্ট্রেইট তাকে জোর করে সমকামী বানানো সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, বাই সেক্সুয়ালদের প্রতি আমার সহানুভুতি একটু কম। আমার ধারনা তারা হয়তো দুই নৌকায় পা দিয়ে দুদিকের আনন্দই ভোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্য হচ্ছে আমরা এখনও এই রহস্যের সমাধান করতে পারিনি। তার অর্থ এই নয় যে আমরা তাদেরকে স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করতে দেবো না।"

লতাকে দেখে মনে হল না সে এই যুদ্ধে পরাজয় মানতে আগ্রহী। ঘড়ির দিকে দৃষ্টি গেলো। আমাকে দুরমুশ দিয়ে পেটালেও চুলায় হাড়ী কেন চুলার আগুন জ্বালাতেও রাজী করানো যাবে না। সুতরাং তাকেই উঠতে হবে। রাতের খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। সে আমার দিকে অসম্ভব বিরক্তিপূর্ণ একটা দৃষ্টি হেনে উঠে যাবার আগে বলে গেল, "এই সব অনাচার আল্লাহ্ সহ্য করবেন না।"

আমি বিড়বিড়িয়ে বল্লাম,"সেক্ষেত্রে এই জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি করাটাই তার উচিত হয়নি।"

"তোমার সাথে কোন কিছু নিয়ে কথা বলাই ভুল," লতা রাগ দেখিয়ে উঠে চলে গেল।

বুঝলাম এই তর্ক আরোও চলবে। মনে মনে একটু অসন্তুষ্টই হলাম। বিয়ের পর পর ডান কে বাম বল্লেও লতা কখনই বিশেষ আপত্তি করেনি, আর এখন সোজা কে সোজা বলারও উপক্রম নেই।

দুনিয়াটা কোথায় চলেছে!